দৈনিক সংবাদ

০৪

তারিখ 20 FEB 1990 ... ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২ ...

সংবাদ

ঢাকা : মঙ্গলবার, ৮ই ফাল্গুন, ১৩৯৬

গণশিক্ষা কার্যক্রম

আমাদের দেশে গণশিক্ষা কার্যক্রম খুবই দুর্বল। সম্প্রতি পত্রিকায় প্রকাশিত এ সংক্রান্ত একটি সচিত্র প্রতিবেদনের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদনে পাবনার বহরপুরের একটি গণশিক্ষা কেন্দ্রের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরিচালিত এই কেন্দ্রটি বর্তমানে অচল হয়ে আছে, এবং শিক্ষালয়টি, যা একটি শনের ঘর, ব্যবহৃত হচ্ছে গোয়ালঘর হিসেবে। অথচ ঐ গণশিক্ষা কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে বরাদ্দকৃত সরকারী তহবিল যথারীতি ব্যয় হয়ে চলেছে গোয়ালঘরে রূপান্তরিত ঐ কেন্দ্রের নামেই।

বহরপুরের ঘটনা বিচ্ছিন্ন কিছু না। দেশে গণশিক্ষা কার্যক্রমের যে করুণ হাল তা ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে ঐ বহরপুরের গণশিক্ষা কেন্দ্রের চিত্রটি। সরাসরি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিচালনায় দেশের ২৭টি উপজেলায় ১৬শ' গণশিক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। জানা গেছে এর অর্ধেকই বর্তমানে অচল। কোথাও ছাত্রের অভাবে, আবার কোথাও শিক্ষকের অভাবে। যেখানে ছাত্রের অভাব---সেখানে এই অভাবের কারণ কি, এটা কি অনীহার জন্য, না কি অন্যান্য বাস্তব অসুবিধার জন্য তা খতিয়ে দেখার তাগিদ শিক্ষা বিভাগের নেই। আবার যেখানে শিক্ষকের অভাব—সেখানে, গণশিক্ষার স্বার্থে দ্রুত শিক্ষক নিয়োগের তাগিদও নেই। আলোচ্য বহরপুর শিক্ষাকেন্দ্রের অবস্থাই এর প্রমাণ। এখানে ২৫/২৬ জন বয়স্ক ও কিশোর পাঠ শুরু করার ৩ মাস পর শিক্ষক হঠাৎ অন্য একটি প্রাইমারী স্কুলে চলে যান। গত ৯ মাস যাবৎ শিক্ষকের অভাবে কেন্দ্রটি বন্ধ হয়ে আছে। গ্রামবাসীরা আগ্রহভরে শিক্ষাকেন্দ্রটি চালুর ব্যাপারে জেলা প্রশাসন ও শিক্ষাবিভাগের নিকট লিখিত আবেদন জানিয়েছে। কিন্তু সবই বিফলে গিয়েছে। শিক্ষাকেন্দ্র গোয়ালঘরে পরিণত হয়েছে।

শিক্ষাকেন্দ্র বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, অথচ বন্ধ হচ্ছে না টাকার অপচয়। টাকারও শ্রাদ্ধ হচ্ছে, গণশিক্ষাও লাটে উঠছে। দুই বিপরীত প্রক্রিয়ার সহাবস্থান সরকারের অন্যান্য কার্যক্রমের মত গণশিক্ষা কার্যক্রমেও চলছে। এসব অন্যায়ের প্রতিকার করার দায়িত্ব যাদের, সেই জেলা শিক্ষা অফিসাররাও অধিকাংশ নিষ্ক্রিয়। তাঁরা গণশিক্ষা কেন্দ্রগুলো সম্পর্কে মাসে একদিনও খোঁজখবর নেন না বলে মন্ত্রণালয় সূত্রই স্বীকার করেছে।

আমাদের দেশ গরীব। গরীব দেশের হাজারো সমস্যার মধ্যে একটি প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা যায় সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জাতীয় বিকাশ নিশ্চিত করার সমস্যা। উন্নয়ন ও বিকাশের সাথে সরাসরি যুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে গণশিক্ষা। আমাদের পশ্চাৎপদ অর্থনীতির জটিল কাঠামোগত রূপান্তর সাধন করে একটি বাস্তবমুখী উন্নয়ন ষ্ট্যাটেজী গ্রহণ করা হয়তো সম্ভব। কিন্তু এরপরও সেই ষ্ট্যাটেজীর বাস্তবায়ন ও বাস্তবে দেশের উন্নয়ন ও বিকাশ অর্জন সম্ভব হবে না, যদি দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ নিরক্ষর থাকে।

আমাদের মত দেশে গণশিক্ষার মত এরকম জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন কর্তব্যটি সরকারীভাবেই দারুণ অবহেলার শিকারে পরিণত হয়ে রয়েছে। এ অবহেলার দু'টি দিক রয়েছে। একদিকে সরকার গণশিক্ষা কার্যক্রমের যে লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করছে তা খুবই সীমিত এবং প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। অন্যদিকে সীমিত লক্ষ্যমাত্রাটুকু বাস্তবায়নেও গাফিলতি, দুর্নীতি ও ব্যর্থতা।

দেশে প্রায় সাড়ে আট কোটি নিরক্ষর। এদের বড় অংশই বয়স্ক ও যুবক, অর্থাৎ গণশিক্ষা কার্যক্রমের আওতাভুক্ত। এর মধ্যে চলতি বছরের জুন পর্যন্ত সময়ে মাত্র ১৩ লাখ মানুষকে অক্ষরজ্ঞানদানের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এই লক্ষ্যমাত্রা সমুদ্রে বারিবিন্দুর সামিল। ১৯৮৮-৮৯ বর্ষে সরকারী পর্যায়ে মাত্র ১৪টি উপজেলায় গণশিক্ষার কর্মসূচী নেয়া হয়। প্রতি উপজেলায় ৬০টি কেন্দ্র এবং প্রতিটি কেন্দ্রে ৪০ জন শিক্ষার্থী হিসেবে গণশিক্ষা দানের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩৩,৬০০ জন। এই হারে গণশিক্ষা চলতে থাকলে দেশের অন্তত সাড়ে চার কোটি বয়স্ক ও যুবক নিরক্ষরকে সাক্ষরতা দান করতে সময় লাগবে হাজার বছরেরও বেশী।

সীমিত লক্ষ্যমাত্রাটুকু বাস্তবায়নেও দেখা যায় চরম ব্যর্থতা। ১৩ লাখ মানুষকে অক্ষরজ্ঞানদানের লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে '৮৯-এর জুন পর্যন্ত সময়ে বাস্তবায়িত হয়েছে মাত্র ১ লাখ। ইউনিসেফ ও ইউএনডিপি'র সাহায্যে গত বছর জুলাই থেকে এক বছর মেয়াদে যে কর্মসূচী শুরু হয়েছে তা মাত্র ২৫-৩০% সফল হবে বলে আশা করা যায়। সামগ্রিক বিচারে দেশের গণশিক্ষা কার্যক্রম খুবই হতাশজনক।

গণশিক্ষা কার্যক্রমকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করে সর্বাধিক প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা প্রয়োজন। এই প্রচেষ্টা শুধুমাত্র সরকারী আনুষ্ঠানিক কর্মসূচীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। ইতিমধ্যেই প্রায় পনেরটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও বহুসংখ্যক সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন এই লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছে। কিন্তু এসব উদ্যোগ যথাযথ সরকারী সহযোগিতা অনেক সময় পায় না। গণশিক্ষা কার্যক্রমের ফলপ্রসু বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন এমন সরকারী নীতি ও উদ্যোগ যা সমাজের অভ্যন্তরে লুকানো অমিত শক্তিকে উৎসারিত করতে পারে এবং বহুমুখী প্রচেষ্টাকে সমন্বিতভাবে আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পরিচালিত করতে পারে। সরকারের গৃহীত নীতি ও কার্যক্রমে এরকম প্রতিশ্রুতির পরিচয় দেখা যায় না।